তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮২৬

জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত

**আগামীকাল থেকে পবিত্র রমজান মাস গণনা শুরু**

ঢাকা, ৩০ চৈত্র (১৩ এপ্রিল) :

**বাংলাদেশের আকাশে আজ ১৪৪২ হিজরি সনের পবিত্র রমজান মাসের চাঁদ দেখা গিয়েছে। ফলে আগামীকাল** থেকে পবিত্র রমজান মাস গণনা করা হবে। প্রেক্ষিতে, আগামী ৯ মে দিবাগত রাতে পবিত্র শবে কদর পালিত হবে।

আজ বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের পূর্ব সাহানে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান।

সভায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ আলতাফ হোসেন চৌধুরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ড. মোঃ মুশফিকুর রহমান (অতিরিক্ত সচিব), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মোঃ নজরুল ইসলাম, অতিরিক্ত প্রধান তথ্য অফিসার মোঃ শাহেনূর মিয়া, বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসন এর উপ-সচিব মোঃ রায়হান কাউছার, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠানের পিএসও আবু মোহাম্মদ, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক মুহঃ আছাদুর রহমান, মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার অধ্যক্ষ মো: আলমগীর রহমান, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, লালবাগ শাহী জামে মসজিদের খতিব মুফতি মুহাম্মদ নেয়ামতুল্লা ও চকবাজার শাহী জামে মসজিদের খতিব মুফতি শেখ নাঈম রেজওয়ান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সভায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে প্রখ্যাত আলেম শোলাকিয়া ঈদগাঁহের গ্র্যান্ড ইমাম আল্লামা ফরীদ উদ্দীন মাউসদ এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব গভর্নরস ড. মাওলানা কাফিলুদ্দিন সরকার উপস্থিত ছিলেন।

#

শারমীন/সাহেলা/সঞ্জীব/শামীম/২০২১/২০২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮২৫

**বিডা’র অনলাইন ওএসএস পোর্টালে যুক্ত হলো আরো ৫ টি নতুন সেবা**

ঢাকা, ৩০ চৈত্র (১৩ এপ্রিল) :

আজ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)’র অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালে নতুনভাবে যুক্ত হলো আরো ৫ টি নতুন সেবা, আজ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এক ভার্চুয়াল সভায় সভাপতি হিসাবে বিডা’র নির্বাহী চেয়ারম্যান মোঃ সিরাজুল ইসলাম সেবাসমূহের উদ্বোধন করেন। এর ফলে এখন থেকেই বিনিয়োগকারীরা বিডা ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে অতিদ্রুত সহজেই অনলাইনে ৪৭টি  সেবা প্রাপ্ত হবেন।

আজ বিডা’র নির্বাহী চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে জুম প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত এক ভার্চুয়াল সভায় বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (অনলাইন ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন প্রদান) ১টি,  ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো) (বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান) এর ১টি, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ এর (বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান) ১টি; নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লি; এর (বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান) ১টি এবং বিডা’র (২য় আইআরসির সুপারিশ প্রদান)  ১টি সেবা সহ মোট ৫টি সেবা আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হয়। সভায় বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব মোঃ হাবিবুর রহমান প্রধান অতিথি এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য জাকিয়া সুলতানা (ভ্যাট অডিট এন্ড ইন্টিলিজেন্স) বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে মোঃ সিরাজুল ইসলাম বলেন, সারা দুনিয়ার অর্থনীতি যেখানে মুখ থুবড়ে পড়েছে সেখানে গত বছরও ৫ দশমিক ২ শতাংশের মত জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে এবং লকডাউনের ভিতরেও তা সম্ভব হয়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশের ডিজিটাল সেবাসমূহের মাধ্যমে, এই করোনাকালীয় সময়েও এমনকি লকডাউন এর সময়েও বিডা প্রতিদিন বিনিয়োগকারীদের অনলাইন সার্ভিসের মাধ্যমে সহায়তা করে এসেছে। আজ বিডার অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালে নতুনভাবে যুক্ত হল ৫টি সেবা, মনে রাখা প্রয়োজন শুধু ওএসএস পোর্টালে সার্ভিস সংযুক্ত করাই বিডার উদ্দেশ্য নয়, বিডার উদ্দেশ্য হচ্ছে উন্নত বিনিয়োগ পরিবেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে বিনিয়োগকারীদের অনলাইনের মাধ্যমে স্বচ্ছ দ্রুত সেবা দেওয়া। যাতে বিনিয়োগকারীরা একই প্লাটফর্ম থেকে সকল ধরনের বিনিয়োগ সেবা পেতে পারেন।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোঃ হাবিবুর রহমান বলেন, বাংলাদেশে বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নত করার জন্য দ্রুত বিদ্যুৎ সেবা দেওয়ার বিকল্প নেই, সরকার সব সময় বিনিয়োগকারীদের নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে, আজ বিডার অনলাইনে মাধ্যমে তিনটি বিদ্যুৎ কোম্পানির সেবা যুক্ত হওয়ার ফলে বিনিয়োগকারীরা সহজেই ৭-২৮ দিনের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ পাবেন। শুধু তাই নয় এখন থেকে অনলাইনের মাধ্যেমে বিনিয়োগকারীদের যাবতীয় অভিযোগও দ্রুত নিষ্পত্তি করা হবে।

উল্লেখ্য, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সকল ধরণের সেবা অনলাইনে প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গত ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ বিজনেস অটোমেশন লিঃ এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে, তৎপ্রেক্ষিতে  বিডা বিগত ২৪ ফ্রেরুয়ারী ২০১৯ অনলাইন ভিত্তিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালের কার্যক্রম চালু করে, বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপের ইন্টারন্যাশনাল ফাইনান্স কর্পোরেশন (আইএফসি)  এর কারিগরি সহায়তা ও যুক্তরাজ্য সরকারের ফরেন, কমনওয়েলথ ও ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও) সহযোগিতায় ২০২১ সালের মধ্যে আলোচ্য ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালের মাধ্যমে বিডা ৩৫টি সেবা প্রদানকারী সংস্থার ১৫৪ টিরও বেশি বিনিয়োগ সেবা প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

 #

প্রশান্ত/সাহেলা/সঞ্জীব/শামীম/২০২১/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮২৪

**মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালে জেলেদের জন্য ৩১ হাজার মেট্রিক টন ভিজিএফ চাল বরাদ্দ**

ঢাকা, ৩০ চৈত্র (১৩ এপ্রিল) :

২০২০-২১ অর্থবছরে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালে মৎস্য আহরণে বিরত থাকা জেলেদের জন্য মানবিক খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ৩০ হাজার ৯২০ দশমিক ৯২ মেট্রিক টন ভিজিএফ চাল বরাদ্দ করেছে সরকার।

আজ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের অনুকূলে এ সংক্রান্ত পৃথক দুটি মঞ্জুরী আদেশ জারী করেছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

এর মধ্যে একটি মঞ্জুরি আদেশে জাটকা আহরণ নিষিদ্ধকালে জাটকা আহরণে বিরত থাকা জেলেদের জন্য ২য় ধাপে ২৯ হাজার ৯১৯ দশমিক ৬৮ মেট্রিক টন ভিজিএফ চাল বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। দেশের ২০ জেলার জাটকা সম্পৃক্ত ৯৮টি উপজেলায় ৩ লাখ ৭৩ হাজার ৯৯৬টি জেলে পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এর আওতায় এপ্রিল-মে ২০২১ দুই মাস প্রতিটি নিবন্ধিত ও কার্ডধারী জেলে পরিবারকে মাসে ৪০ কেজি হারে ২ মাসে ৮০ কেজি চাল প্রদান করা হবে। এর আগে ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০২১ মেয়াদে ১ম ধাপে জাটকা সম্পৃক্ত এ উপজেলাসমূহে ৩ লাখ ২৮ হাজার ৮১৫টি জেলে পরিবারকে ২৬ হাজার ৩০৫ দশমিক ২০ মেট্রিক টন ভিজিএফ চাল বিতরণ করেছে সরকার। ২য় ধাপে ১ম ধাপের চেয়ে বেশি ৪৫ হাজার ১৯১ টি জেলে পরিবারকে ভিজিএফ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ভিজিএফ চাল ১২ মে ২০২১ তারিখের মধ্যে যথানিয়মে উত্তোলন ও সংশ্লিষ্টদের মাঝে বিতরণের জন্য মঞ্জুরী আদেশে জেলা প্রশাসকদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এতে ১ম ধাপে যারা বরাদ্দ পায়নি ২য় ধাপে বরাদ্দ বিতরণের ক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকার দেয়ার জন্যও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

জাটকা আহরণে বিরত থাকা জেলেদের জন্য বরাদ্দপ্রাপ্ত উপজেলাগুলো হলো ঢাকা জেলার দোহার ও নবাবগঞ্জ, মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয়, দৌলতপুর ও হরিরামপুর, মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর, শ্রীনগর, লৌহজং, টঙ্গিবাড়ী ও গজারিয়া, ফরিদপুর জেলার সদর, মধুখালী, সদরপুর ও চরভদ্রাসন, রাজবাড়ি জেলার সদর, পাংশা, কালুখালী ও গোয়ালন্দ, শরীয়তপুর জেলার জাজিরা, ভেদরগঞ্জ, নড়িয়া ও গোসাইরহাট, মাদারীপুর জেলার সদর, কালকিনি ও শিবচর, চট্টগ্রাম সদর, বাঁশখালী, সীতাকুন্ড, সন্দ্বীপ, আনোয়ারা ও মীরসরাই, ফেনী জেলার সোনাগাজী, নোয়াখালী জেলার সদর, হাতিয়া, সুবর্ণচর ও কোম্পানীগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর জেলার সদর, রামগতি, রায়পুর ও কমলনগর, চাঁদপুর জেলার সদর, হাইমচর, মতলব উত্তর ও মতলব দক্ষিণ, বাগেরহাট জেলার সদর, মোংলা, মোড়েলগঞ্জ, কচুয়া, রামপাল, চিতলমারি, শরণখোলা ও ফকিরহাট, সিরাজগঞ্জ জেলার সদর, চৌহালি, বেলকুচি, কাজীপুর ও শাহজাদপুর, বরিশাল জেলার সদর, মেহেন্দিগঞ্জ, মুলাদী, হিজলা, বাবুগঞ্জ, বানারীপাড়া, উজিরপুর, গৌরনদী ও বাকেরগঞ্জ, পিরোজপুর জেলার সদর, মঠবাড়ীয়া, ভান্ডারিয়া, নেছারাবাদ, নাজিরপুর, ইন্দুরকানী ও কাউখালী, পটুয়াখালী জেলার সদর, কলাপাড়া, বাউফল, গলাচিপা, রাঙ্গাবালি, মির্জাগঞ্জ, দশমিনা ও দুমকি, ভোলা জেলার সদর, বোরহানউদ্দিন, চরফ্যাশন, দৌলতখান, লালমোহন, তজুমদ্দিন ও মনপুরা, বরগুনা জেলার সদর, আমতলী, তালতলী, পাথরঘাটা, বামনা ও বেতাগী এবং ঝালকাঠি জেলার সদর, কাঁঠালিয়া, নলছিটি ও রাজাপুর।

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিবছর ১ নভেম্বর থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত দেশব্যাপী জাটকা আহরণ, পরিবহন, মজুত, বাজারজাতকরণ, ক্রয়-বিক্রয় ও বিনিময় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকে। এর মধ্যে ফেব্রুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত ৪ (চার) মাস জাটকা আহরণে বিরত থাকা মৎস্যজীবীদের সরকার মানবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে।

অপর মঞ্জুরি আদেশে ২০২০-২১ অর্থ বছরে কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ বন্ধকালীন কাপ্তাই হ্রদ তীরবর্তী রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলার ১০টি উপজেলার ২৫ হাজার ৩১টি নিবন্ধিত জেলে পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ১ হাজার ১ দশমিক ২৪ মেট্রিক টন ভিজিএফ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। মে-জুন ২০২১ দুই মাসের জন্য পরিবার প্রতি মাসিক ২০ কেজি হারে দুই মাসে ৪০ কেজি করে এ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এ ভিজিএফ চাল ১০ জুন ২০২১ তারিখের মধ্যে যথানিয়মে উত্তোলন এবং নিবন্ধিত ও কার্ডধারী জেলেদের মাঝে বিতরণের জন্য জেলা প্রশাসকদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি উপজেলা হলো রাঙ্গামাটি জেলার সদর, লংগদু, বাঘাইছড়ি, নানিয়ারচর, কাপ্তাই, বিলাইছড়ি, জুরাইছড়ি ও বরকল এবং খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি ও দীঘিনালা।

প্রতিবছর মে থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত কাপ্তাই হ্রদে সকল ধরণের মাছ ধরা নিষিদ্ধ থাকে। এ সময় মৎস্য আহরণে বিরত থাকা মৎস্যজীবীদের সরকার মানবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে।

#

ইফতেখার/সাহেলা/সঞ্জীব/শামীম/২০২১/১৯৫৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮২৩

**নিরবচ্ছিন্ন পানি সরবরাহে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরকে নির্দেশ স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর**

ঢাকা, ৩০ চৈত্র (১৩ এপ্রিল) :

করোনা মহামারিতে গ্রামীণ ও পৌরসভা এলাকায় নিরবচ্ছিন্ন পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)র কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম। এছাড়া করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে নির্মিত হাত ধোয়ার স্টেশনসমূহে প্রয়োজনীয় সাবানসহ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা সচল রাখতেও নির্দেশ দেন তিনি।

মন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয় থেকে অনলাইন প্লাটফর্ম জুমে সংযুক্ত হয়ে কোভিড-১৯ মোকাবিলা ও চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় এই নির্দেশ প্রদান করেন।

মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, গ্রামীণ এলাকায় নলকূপসমূহ চালু রাখতে এবং পৌরসভাগুলোতে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি জেলা-উপজেলা পর্যায়ে যেসব হাত ধোয়ার স্টেশনসমূহ নির্মাণ করা হয়েছে সেসব স্থানে সাবান এবং পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। যাতে করোনাকালীন সময়ে সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিয়মিত হাত পরিষ্কার করতে পারে।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক যেসব চলমান উন্নয়ন প্রকল্প রয়েছে সেগুলো স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে পরিচালনা করার নির্দেশনা দিয়ে মন্ত্রী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র এলাকায় অবস্থান এবং অতি প্রয়োজন ছাড়া ঘরে বসে কার্যক্রম পরিচালনা করার করতে বলেন।

মন্ত্রী আরো বলেন, সমগ্র দেশে পানি সরবরাহ প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্পে টিউবওয়েল নির্মাণে সাইট নির্ধারনে অধিক সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে। ওয়াটার কোয়ালিটি পরীক্ষা না করে যেখানে সেখানে টিউবওয়েল স্থাপন না করার পরামর্শ দেন মন্ত্রী। নিম্নমানের কাজ করলে অথবা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে সতর্ক করেন মো. তাজুল ইসলাম।

এ সময় মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ করোনাকালীন সময়ে সাধারণ মানুষের নিকট পানিসহ অন্যান্য সেবাসমূহ নির্বিঘ্নে পৌঁছে দিতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে মন্ত্রীকে অবহিত করেন।

সভায় স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ সাইফুর রহমানসহ অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলাসহ মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ অনলাইনে যুক্ত ছিলেন।

#

হায়দার/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/২০০২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮২২

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৩০ চৈত্র (১৩ এপ্রিল) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৩২ হাজার ৯৫৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৬ হাজার ২৮ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৬ লাখ ৯৭ হাজার ৯৮৫ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় ৬৯জন-সহ এ পর্যন্ত ৯ হাজার ৮৯১ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৫ লাখ ৮৫ হাজার ৯৬৬ জন।

#

দলিল/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৯৩৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮২১

**সারা দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ২ লাখ ৩৭ হাজার ৩২৯ জনের ভ্যাকসিন গ্রহণ**

ঢাকা, ৩০ চৈত্র (১৩ এপ্রিল) :

গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে মোট ২ লাখ ৩৭ হাজার ৩২৯ জন ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে প্রথম ডোজে ২৬ হাজার ৭৫০ জন এবং দ্বিতীয় ডোজে ২ লাখ ১০ হাজার ৫৭৯ জন ভ্যাকসিন গ্রহণ করেন। প্রথম ডোজে পুরুষ ১৬ হাজার ৩৪৬ জন এবং মহিলা ১০ হাজার ৪০৪ জন ভ্যাকসিন গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় ডোজে পুরুষ ১ লাখ ৩৮ হাজার ৮৯৭ জন এবং মহিলা ৭১ হাজার ৬৮২ জন ভ্যাকসিন গ্রহণ করেন।

এ নিয়ে সারা দেশে গত ২৭ জানুয়ারি থেকে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত সর্বমোট ভ্যাকসিন গ্রহীতার সংখ্যা ৬৪ লাখ ৯ হাজার ৪৮৮ জন। এদের মধ্যে প্রথম ডোজে পুরুষ ৩৫ লাখ ১৯ হাজার ৯৯ জন এবং মহিলা ২১ লাখ ৫৭ হাজার ২১৪ জন ভ্যাকসিন গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় ডোজে পুরুষ ৫ লাখ ৩ হাজার ৮০১ জন এবং মহিলা ২ লাখ ২৯ হাজার ৩৭৪ জন ভ্যাকসিন গ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, এখন পর্যন্ত সরকার কর্তৃক তৈরিকৃত সুরক্ষা অ্যাপে মোট ৭০ লাখ ৭৮ হাজার ৭৮৩ জন ভ্যাকসিন গ্রহণের জন্য নিবন্ধন করেছেন।

#

মিজানুর/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/২০২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮২০

**জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে**

**বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে ই-পোস্টার প্রকাশ**

ঢাকা, ৩০ চৈত্র (১৩ এপ্রিল) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে বাংলা নববর্ষ-১৪২৮ উপলক্ষে প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক, অনলাইন ও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারের জন্য একটি ই-পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছে।

মুজিববর্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের অংশ হিসেবে তাঁর উক্তি নিয়ে বাংলা নববর্ষ-১৪২৮ এর ই-পোস্টারের শিরোনাম করা হয়েছে ‘স্বাধীন জাতি হিসাবে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে আমাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মর্যাদাকে দেশে ও বিদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।’ -জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

উক্ত ই-পোস্টার জাতীয় দৈনিক, টেলিভিশন চ্যানেল, অনলাইন পত্রিকা ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচারের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ হতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

#

মোহসিন/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৯০৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮২০

**জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে**

**বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে ই-পোস্টার প্রকাশ**

ঢাকা, ৩০ চৈত্র (১৩ এপ্রিল) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে বাংলা নববর্ষ-১৪২৮ উপলক্ষে প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক, অনলাইন ও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারের জন্য একটি ই-পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছে।

মুজিববর্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের অংশ হিসেবে তাঁর উক্তি নিয়ে বাংলা নববর্ষ-১৪২৮ এর ই-পোস্টারের শিরোনাম করা হয়েছে ‘স্বাধীন জাতি হিসাবে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে আমাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মর্যাদাকে দেশে ও বিদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।’ -জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

উক্ত ই-পোস্টার জাতীয় দৈনিক, টেলিভিশন চ্যানেল, অনলাইন পত্রিকা ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচারের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ হতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

#

মোহসিন/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৯০৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮১৯

**বাংলা নববর্ষে তথ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা**

ঢাকা, ৩০ চৈত্র (১৩ এপ্রিল) :

বাংলা নববর্ষ ১৪২৮ উপলক্ষে গণমাধ্যমকর্মীসহ দেশে ও বিদেশে বসবাসরত সকল বাংলা ভাষাভাষীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

বাংলা নববর্ষবরণকে বাঙালির সার্বজনীন উৎসব হিসেবে বর্ণনা করে মন্ত্রী তার শুভেচ্ছাবার্তায় বলেন, 'পৃথিবীর সকল ভাষাভিত্তিক জাতির নিজস্ব সার্বজনীন উৎসব-পার্বণ রয়েছে। চীনাদের ‘চীনা নববর্ষ’, ইরান থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত ‘নওরোজ’, ইংরেজি ভাষাভাষীদের ‘ইংরেজি নববর্ষ’, ঠিক তেমনই পয়লা বৈশাখ বাংলা ভাষাভাষীদের সার্বজনীন উৎসব।'

ড. হাছান বলেন, বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাস মহামারি প্রতিরোধযুদ্ধে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই তার সক্ষমতার স্বাক্ষর রেখেছে। স্বাস্থ্যরক্ষায় সরকারি নির্দেশনা ও বিধি যথাযথভাবে অনুসরণের মাধ্যমে মহামারির প্রকোপ নিয়ন্ত্রণে রাখা হোক নতুন বছরের অন্যতম অঙ্গীকার।

‘স্বাস্থ্যবিধি মেনে ও ডিজিটাল বাংলাদেশের আশীর্বাদে অনলাইনে বর্ষবরণ হোক নিজস্ব সংস্কৃতি আর আনন্দের রূপকার’, বলেন মন্ত্রী।

#

আকরাম/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৮৩১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮১৮

**স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সকল প্রতিষ্ঠান খোলা রাখার নির্দেশ**

ঢাকা, ৩০ চৈত্র (১৩ এপ্রিল) :

কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধকালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীনস্থ সকল অধিদপ্তর, দপ্তর, প্রতিষ্ঠান এর আওতাধীন সকল হাসপাতাল ও প্রতিষ্ঠান আগামী ১৪-২১ এপ্রিল যথারীতি খোলা থাকবে।

উল্লিখিত সময়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীনস্থ সকল অধিদপ্তর, দপ্তর, প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ আবশ্যিকভাবে নিজ নিজ কর্মস্থলে অবস্থান করবেন এবং স্বাস্থ্য বিধি মেনে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করবেন।

#

মাইদুল/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৮৪১ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ১৮১৭

**নওগাঁয় তিনটি উপজেলায় সেন্ট্রাল অক্সিজেন প্লান্টের উদ্বোধন করলেন খাদ্যমন্ত্রী**

নওগাঁ, ৩০ চৈত্র (১৩ এপ্রিল) :

          খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঠিক দিক নির্দেশনায় দেশের প্রতিটি সেক্টরে উন্নয়ন হচ্ছে। মানুষ মানুষের জন্য আর মানুষের সেবা করার জন্যই আমরা রাজনীতি করি। সেন্ট্রাল অক্সিজেন প্লান্টের মাধ্যমে এসব অঞ্চলের মানুষ নিরিবিছিন্নভাবে অক্সিজেন সেবা পাবে উল্লেখ করে তিনি প্রতিটি উপজেলায় সেন্ট্রাল অক্সিজেন প্লান্ট স্থাপনের আহ্বান জানান।

            তিনি আজ মঙ্গলবার নওগাঁ জেলার পোরশা, সাপাহার ও নিয়ামতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কোভিড-১৯ রোগীদের জন্য বিশেষায়িত সেন্ট্রাল অক্সিজেন প্লান্টের অক্সিজেন সরবরাহ লাইন ভার্চুয়ালি উদ্বোধনকালে এসব কথা বলেন।

            মন্ত্রী বলেন, শুধু আইন প্রয়োগ করে করোনা সংক্রমণ মোকাবেলা করা সম্ভব না। এই জন্য সবাইকে সচেতন হতে হবে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে সকলের প্রচেষ্টার মাধ্যমে করোনা মোকাবেলা করতে হবে। এবারের লকডাউন কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। আমরা যদি এই সাত দিন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলি তাহলে ঈদটা ভালোভাবে করতে পারবো। সরকারের যে নির্দেশনা রয়েছে সে নির্দেশনা মেনেই করোনা মোকাবেলা করতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

            সাধন চন্দ্র মজুমদার আরো বলেন, লকডাউনের বিরুদ্ধে অনেকে অনেক রকম কথা বলবে। আগে মানুষকে বাঁচাতে হবে। এসময় তিনি প্রধানমন্ত্রীর জন্য দেয়া চেয়ে বলেন, তিনি সুস্থ আছেন বলেই আমরা দেশের জন্য কাজ করতে পারছি, সুস্থ আছি।

জেলা প্রশাসক হারুন অর রশীদের সভাপতিত্বে ভিডিও কনফারেন্সের যুক্ত ছিলেন পুলিশ সুপার প্রকৌশলী আব্দুল মান্নান মিয়া, মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডা: আব্দুল বারি, সিভিল সার্জন ডা: এবিএম আবু হানিফসহ তিন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ ও সাংবাদিকবৃন্দ।

#

সুমন/কামাল/জসীম/সুবর্ণা/আসমা/২০২১/১৬২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮১৬

বাংলাদেশ অসাম্প্রদায়িক দেশ

- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী

ঢাকা, ৩০ চৈত্র (১৩ এপ্রিল) :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, একাত্তর সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে অসাম্প্রদায়িকতার বিজয়ের মাধ্যমে মিমাংসিত হয়েছে বাংলাদেশ অসাম্প্রদায়িক দেশ। আমাদের জাতিসত্তার পরিচয় আমরা বাঙালি। সে লক্ষ্যেই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে একাত্তর সালে মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করেছেন, ত্রিশ লক্ষ শহিদ জীবন দিয়েছেন, দুই লক্ষ মা-বোন সম্ভ্রম হারিয়েছেন। আমরা সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে মোকাবিলা করেছি একাত্তরে। একাত্তর সালেই সিদ্ধান্ত হয়েছে এ দেশ সাম্প্রদায়িক অপশক্তির নয়, অসাম্প্রদায়িক চেতনার দেশ।

আজ পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত স্থানীয় কৃষকদের মাঝে কৃষি প্রণোদনার সার, বীজ ও কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

[ ইসলামের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু সরকার ও শেখ হাসিনা সরকার যা করেছে তা অন্য কোন সরকার করেনি উল্লেখ করে এসময় মন্ত্রী আরো বলেন, বর্তমানে শেখ হাসিনা ইসলামের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে কাজ করছেন। পাশাপাশি তিনি অন্য ধর্মের জন্যও কাজ করছেন। অথচ একদল ধর্ম ব্যবসায়ী বোঝাতে চাইছে শেখ হাসিনার কাছে ইসলাম নিরাপদ নয়। ইসলামের যারা প্রকৃত আলেম-ওলামা তারা এতে বিশ্বাস করেন না।

সুন্দর বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। এই বাংলাদেশ যেন কেউ ধ্বংস করতে না পারে। এজন্য যখনি অসাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা সৃষ্টি করবে তখনই প্রতিরোধ গড়ে তুলে তাদের সমূলে বিনাশ করতে হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

বর্তমান সরকার কৃষিবান্ধব উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু দেশ স্বাধীন হবার পর যেমন কৃষকদের বিনামূল্যে সার, কীটনাশক ও কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেছিলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা একই প্রক্রিয়ায় সে ধারা অব্যাহত রেখেছেন। আজ কৃষকদের কোথাও হাহাকার করতে হয় না। শেখ হাসিনা সরকার না চাইতেই কৃষকদের ভর্তুকি দিয়ে কৃষি সরঞ্জামাদি, সার, কীটনাশক সরবরাহ করছে। কৃষকদের উৎপাদন অব্যাহত রাখতে হবে। তাহলে আমরা খাদ্যে পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারবো। আজ দেশ মাছ, মাংস, ডিমসহ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কৃষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

করোনাকালে কৃষি, প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য কর্মকর্তাদের মাঠে কৃষকদের সহায়তা করার নির্দেশ দিয়ে মন্ত্রী বলেন, একজন মানুষও যেন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহায়তা পাননি বলে অভিযোগ তুলতে না পারে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি।

নাজিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ ওবায়দুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে নাজিরপুরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

ইফতেখার/কামাল/জসীম/আসমা/২০২১/১৬১২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮১৫

টেলিভিশনে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য

**সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া**

ঢাকা, ৩০ চৈত্র (১৩ এপ্রিল) :

সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বিষয়টি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হল :

**মূলবার্তা :**

নিত্যপণ্য উৎপাদন, আমদানি, পরিবহন ও বিপণনে কোন সমস্যা হলে সহযোগিতার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কন্ট্রোল সেলের ০১৭১২১৬৮৯১৭, ০১৭৩৮১৯৫১০৬, ০১৭৫৬১৭৩৫৬০ নম্বরসমূহে যোগাযোগ করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অনুরোধ জানিয়েছে।

#

লতিফ/কামাল/জসীম/আসমা/২০২১/১৬০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮১৪

**আগামীকাল থেকে ৮ টি বিশেষ পার্সেল ট্রেন চলবে**

**- রেলপথ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ চৈত্র (১৩ এপ্রিল) :

রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন বলেছেন, করোনাকালে জীবন এবং জীবিকা চালু রাখতে হবে। লকডাউনে কৃষক যাতে কৃষিপণ্য সহজে পরিবহণ করতে পারে সে জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে বিশেষ পার্সেল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামীকাল থেকে ৮ টি বিশেষ পার্সেল ট্রেন চলাচল করবে।

তিনি আজ রেলভবনে করোনাকালীন সকল ধরণের পণ্যবাহী ট্রেন চলাচলের পাশাপাশি কৃষিজাত পণ্য ও পার্সেল মালামাল পরিবহণের সুবিধার্থে বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন রুটে বিশেষ পার্সেল ট্রেন পরিচালনার বিষয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন।

তিনি বলেন, রেলওয়ে অতীতে বিভিন্ন সময় ম্যাংগো স্পেশাল ট্রেন, ক্যাটল ট্রেনসহ পার্সেল ট্রেন পরিচালনা করেছে। রেলওয়ে বর্তমানে তেল, সারসহ অন্যান্য মালামাল পরিবহন করছে। কৃষিপণ্য পরিবহনের সুবিধার্থে আগামীকাল থেকেই আটটি পার্সেল ট্রেন চলাচল শুরু করবে।

বিশেষ পার্সেল ট্রেনে শাকসবজী, দেশীয় ফলমূলসহ অন্যান্য কৃষি পণ্যাদি পরিবহনের ক্ষেত্রে মূল ভাড়ার উপর ২৫ শতাংশ রেয়াত ও অন্যান্য সকল প্রকার চার্জ মওকুফ থাকবে।

বিশেষ পার্সেল ট্রেন চলাচলের সময়সূচি অনুযায়ী ঢাকা থেকে ছাড়বে বিকাল ৩.৩০ টায় এবং সিলেট পৌঁছাবে রাত ২.৩০ টায়। সিলেট থেকে ছাড়বে সকাল ৬.৪৫ টায় এবং ঢাকা পৌঁছাবে সন্ধ্যা ৬.৩০ টায়। চট্টগ্রাম থেকে ছাড়বে বিকাল ৩ টায় এবং সরিষাবাড়ী পৌঁছাবে ভোর ৪.৩০ টায়। সরিষাবাড়ী ছাড়বে ভোর ৫.৩০ টায় এবং চট্টগ্রাম পৌঁছাবে সন্ধ্যা ৬.৪০ টায়। এছাড়াও সপ্তাহে শনি, সোম, ও বুধবার খুলনা ছাড়বে বিকাল ৩.৩০ টায়, চিলাহাটি পৌঁছাবে ভোর ২.৩০ টায়। সপ্তাহে রবি, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার ‌‘চিলাহাটি-খুলনা’ রুটে চিলাহাটি ছাড়বে বিকাল ৩.৩০ টায়, খুলনা পৌছাবে ভোর ২.৩০ টায়। সপ্তাহে শনিবার, সোমবার, বুধবার বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম- ঢাকা রুটে ১টি ট্রেন চলবে। বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম স্টেশন ছাড়বে দুপুর ১ টায়, ঢাকা পৌঁছাবে ভোর ৩ টায়। সপ্তাহে রবিবার, মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার ‘ঢাকা-বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম’ রুটে ১টি পার্সেল ট্রেন চলবে। ঢাকা ছাড়বে সকাল ৬ টায়, বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম স্টেশনে পৌঁছাবে রাত ৮.৩০ টায়।

ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-সরিষাবাড়ী ও চট্টগ্রাম-সিলেটের পার্সেল মালামাল ভৈরববাজার ও আখাউড়া স্টেশনে ল্যাগেজ ভ্যান সংযোজন-বিয়োজনের মাধ্যমে গন্তব্যে প্রেরণ করা হবে। খুলনা-ঢাকা রুটের মালামাল লাগেজ ভ্যান ঈশ্বরদী স্টেশনে বিয়োজন করত: বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম-ঢাকা রুটে চলাচলকারী ট্রেনে সংযোজন-বিয়োজন করা হবে।

ব্রিফিংকালে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: সেলিম রেজা, বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার,অতিরিক্ত মহাপরিচালক অপারেশন সরদার শাহাদত আলী উপস্থিত ছিলেন।

#

শরিফুল/কামাল/জসীম/আসমা/২০২১/১৫৩০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮১৩

**পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৩০ চৈত্র (১৩ এপ্রিল) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পবিত্র মাহে রমজানউপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“পবিত্র মাহে রমজানউপলক্ষ্যে আমি দেশবাসী ও বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর প্রতি আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

সিয়াম সাধনা ও সংযমের মাস পবিত্র মাহে রমজানআমাদের মাঝে সমাগত। এ মাসে আত্মসংযমের মাধ্যমে আত্মার পরিশুদ্ধি ঘটে ও সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি, নৈকট্যলাভ এবং ক্ষমা লাভের অপূর্ব সুযোগ হয়। সিয়াম ধনী-গরিব সবার মাঝে পারস্পরিক সহমর্মিতা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভূমিকা পালন করে।

করোনাভাইরাস এখন বিশ্বব্যাপী মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। বাংলাদেশেও এই ভাইরাসের সংক্রমণ বাড়ছে। সে কারণে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে রমযানের তারাবিসহ অন্যান্য নামাজ আদায়ের আহ্বান জানাচ্ছি। সিয়াম পালনের পাশাপাশি ঘরে অবস্থান করে বেশি করে কোরআন শরিফ তেলাওয়াত করি ও ইবাদত-বন্দেগিতে মশগুল থাকি। আসুন, পবিত্র মাহে রমজানের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যাবতীয় ভোগবিলাস, হিংসা-বিদ্বেষ, উচ্ছলতা ও সংঘাত পরিহার করি এবং জীবনের সর্বস্তরে পরিমিতিবোধ, ধৈর্য্য ও সংযম প্রদর্শনের মাধ্যমে রমজানের পবিত্রতা রক্ষা করি।

মহান আল্লাহ আমাদের জাতীয় জীবনে পবিত্র মাহে রমজানের শিক্ষা কার্যকর করার তাওফিক দান করুন। মাহে রমজান আমাদের জীবনে বয়ে আনুক শান্তি, সকলের জীবন মঙ্গলময় হোক। আমাদের দেশ ও জাতি তথা বিশ্ববাসী এই করোনা মহামারি থেকে মুক্তি পাক - মহান রাব্বুল আল-আমিনের কাছে এই দোয়া করি। আমিন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/কামাল/জসীম/সুবর্ণা/আসমা/২০২১/১২০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮১২

**পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৩০ চৈত্র (১৩ এপ্রিল) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে আমি দেশবাসীসহ বিশ্ব মুসলিম উন্মাহকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ।

বছর ‍ঘুরে বরকতময় মাহে রমজান আমাদের মাঝে সমাগত। অশেষ বরকত, মাগফেরাত ও নাজাতের এ মাস মহান আল্লাহর নৈকট্য এবং তাকওয়া অর্জনের অপূর্ব সুযোগ এনে দেয়। সংযম, আত্মশুদ্ধি ও ক্ষমালাভের জন্য যথাযথ মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে সমগ্র মুসলিম উন্মাহ এ মাসটি পালন করে থাকে। সিয়াম ধনী-গরীব সকলের মাঝে পারস্পরিক সহমর্মিতা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভূমিকা পালন করে। রমজানের পবিত্রতা ও তাৎপর্য অনুবাধন করে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে এর সঠিক প্রতিফলন ঘটাতে এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে সকলে অবদান রাখবেন - এ প্রত্যাশা করি।

এবার পবিত্র রমজান মাস আমরা এমন একটি সময়ে পালন করছি যখন বাংলাদেশসহ সারাবিশ্ব নভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে বিপর্যস্ত। আমি রমজান মাসে যথাযথ স্বাস্থ্য ও সুরক্ষাবিধি মেনে ইবাদত-বন্দেগি করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। একই সাথে সমাজের সচ্ছল জনগোষ্ঠীকে মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত, দুস্থ ও দরিদ্র মানুষের সহায়তায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। রমজানের মহান শিক্ষা সমাজের সকল স্তরে ও সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক। রমজানের পবিত্রতায় সকলের জীবন ভরে উঠুক। পরম করুণাময় যেন বিশ্ববাসীকে এ মহামারি থেকে রক্ষা করেন - এই প্রার্থনা করি।

মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/কামাল/জসীম/সুবর্ণা/আসমা/২০২১/১১৫০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

Handout Number : 1811

**US Congressman Evans and Congresswoman Scanlon joined the celebration of 50th anniversary of Bangladesh’s independence**

Philadelphia, 13 April :

Congressman Dwight Evans (Democrat-Pennsylvania 2nd District) and Congresswoman Mary Gay Scanlon (Democrat-Pennsylvania 5th District) have congratulated Prime Minister Sheikh Hasina and the people of Bangladesh on the occasion of the 50th anniversary of the independence of Bangladesh. They were speaking at the community reception in Philadelphia yesterday organized by Bangladeshi American community to welcome Bangladesh Ambassador M. Shahidul Islam.

Congressman Evans recalled his visit to Rohingya camps in Cox’s Bazar in 2019 and appreciated Bangladesh for hosting over million Rohingyas who fled genocide in Myanmar. Terming herself as a “friend of Bangladesh”, Congresswoman Mary Gay Scanlon expressed her interest in strengthening Bangladesh-US cooperation on wide-ranging issues.

In his key-note address, Ambassador Shahidul Islam appreciated the Bangladeshi American community in Philadelphia for their leadership role in the mainstream American society. He stressed the importance of making friends in the US society and requested Congressman Evans and Congresswoman Mary Gay to help revitalize the Congressional Bangladesh Caucus to carry forward Bangladesh-US relations.

Bangladeshi American scientist-turned politician Dr. Nina Ahmad, President of the Philadelphia National Organization for Women Education Fund, also a former Adviser to President Barack Obama presided over the community meeting. Leading community personalities including Dr. Zia Ahmed, Dr. Ibrul Chowdhury, Ahsan Naratullah, Sheikh Islam, Tozammel Haque and Omi Islam spoke on the occasion.

#

Shah Alom/Kamal/Asma/2021/1100 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮১০

**বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের (স্কুল ও কলেজ) শিক্ষক-কর্মচারীগণের**

**বৈশাখী ভাতা ১৪২৮ এর সরকারি অংশের চেক হস্তান্তর**

ঢাকা, ৩০ চৈত্র (১৩ এপ্রিল) :

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরাধীন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের (স্কুল ও কলেজ) শিক্ষক-কর্মচারীগণের বৈশাখী ভাতা ১৪২৮ বঙ্গাব্দ-এর সরকারি অংশের ৮টি চেক অনুদান বন্টনকারী অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়ে এবং জনতা ও সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়ে হস্তান্তর করা হয়েছে।

আগামী ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট শাখা, ব্যাংক হতে বৈশাখী ভাতা ১৪২৮ বঙ্গাব্দ-এর সরকারি অংশ উত্তোলন করতে পারবেন বলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

#

রুহুল/কামাল/সুবর্ণা/আসমা/২০২১/১১০০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮০৯

**বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৩০ চৈত্র (১৩ এপ্রিল) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১৪ এপ্রিল বাংলা নববর্ষউপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“শুভ নববর্ষ ১৪২৮। বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখে দেশবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

পহেলা বৈশাখ বাঙালির সম্প্রীতির দিন, বাঙালির মহামিলনের দিন। এদিন সমগ্র জাতি জেগে ওঠে নবপ্রাণে নব-অঙ্গীকারে। সারা বছরের দুঃখ-জরা, মলিনতা ও ব্যর্থতাকে ভুলে সবাইকে আজ নব-আনন্দে জেগে ওঠার উদাত্ত আহ্বান জানাই। যদিও করোনাভাইরাস সংক্রমণে বর্তমান বিশ্ব বিপর্যস্ত। সে কারণে হয়তো গত বছরের মতো এ বছরও আমাদেরকে সীমিতভাবে সবাইকে জনসমাগম এড়িয়ে বাংলা নববর্ষ ডিজিটাল পদ্ধতিতে ঘরে বসে উদযাপনের অনুরোধ জানাই।

পহেলা বৈশাখ বাঙালির চিরায়িত ঐতিহ্য। বাঙালির আত্মপরিচয় ও শেকড়ের সন্ধান মেলে এর উদযাপনের মধ্য দিয়ে। পহেলা বৈশাখের দিকে তাকালে বাঙালি তাঁর মুখচ্ছবি দেখতে পায়। বৈশাখ আমাদের নিয়ে যায় অবারিতভাবে বেড়ে ওঠার বাতায়নে, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে, অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে। পাকিস্তান আমলে ঔপনিবেশিক শক্তি বাঙালির ঐতিহ্যকে নস্যাৎ করতে চেয়েছে। বাঙালিরা দুর্বার প্রতিরোধে আত্মপরিচয় ও স্বীয় সংস্কৃতির শক্তিতে তা প্রতিহত করেছে। সেই শক্তিকে ধারণ করে শামিল হয়েছে মুক্তির সংগ্রামে। সংস্কৃতি ও রাজনীতির মিলিত স্রোত পরিণত হয়েছে স্বাধিকার ও স্বাধীনতার লড়াইয়ে। এভাবেই বিশ্বের বুকে অভ্যুদয় ঘটেছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। এরই ধারাবাহিকতায় ইউনেস্কো কর্তৃক পহেলা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রা বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। নববর্ষের - এ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে বিরাট অর্জন। এই পথ বেয়ে বিশ্বসমাজে বাঙালি হয়ে উঠবে শ্রেষ্ঠ জাতি।

বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতিরাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে এ বছর আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা এ বছর আমরা উদযাপন করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ এবং বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। এরই ধারাবহিকতায় আগামী বছর আমরা উদযাপন করবো মহান ভাষা আন্দোলনের হীরকজয়ন্তী। বাঙালি জাতিকে দাবিয়ে রাখা যাবে না, বাঙালি বীরের জাতি হিসেবে তাঁর অর্জন ও অগ্রগতি চির ভাস্মর হয়ে থাকবে যুগ যুগান্তর। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসাম্প্রদায়িক, উদারনৈতিক, জাতীয়তাবাদী ও গণতন্ত্রের ভাবাদর্শে আজীবন যে সংগ্রাম করে গেছেন তারও মূলমন্ত্র জাতিগত ঐতিহ্য ও অহংকার। বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শের মূলসূত্র নিহিত আছে জাতিগত বিকাশ ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিতে। সেই আদর্শে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন, দেশ পুনগর্ঠনে কাজ করেছে তাঁর অভিন্ন চেতনা। একইসঙ্গে জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ, উগ্রবাদ তথা মুক্তিযুদ্ধবিরোধী অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ তথা সুখী-সমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে এবারের বৈশাখ হবে আমাদের জন্য বিপুল প্রেরণাদায়ী।

বিগত বছরের গ্লানি, দুঃখ-বেদনা, অসুন্দর ও অশুভকে ভুলে গিয়ে নতুন প্রত্যয়ে আমরা এগিয়ে যাবো - এবারের নববর্ষে এ হোক আমাদের প্রত্যয়ী অঙ্গীকার। কবি গুরুর ভাষায় -

মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা,

অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।

রসের আবেশরাশি শুষ্ক করি দাও আসি,

আনো, আনো, আনো তব প্রলয়ের শাঁখ

মায়ার কুজ্ঝটিজাল যাক দূরে যাক।

এসো, হে বৈশাখ এসো, এসো ...

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/কামাল/জসীম/সুবর্ণা/আসমা/২০২১/১২৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

**তথ্যবিবরণী নম্বর :** ১৮০৮

**বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৩০ চৈত্র (১৩ এপ্রিল) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১৪ এপ্রিল বাংলা নববর্ষউপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আজ পহেলা বৈশাখ। বাংলা নববর্ষ ১৪২৮। বাঙালির এক আনন্দ-উজ্জ্বল মহামিলনের দিন। আনন্দঘন এ দিনে আমি দেশে-বিদেশে বসবাসরত সকল বাংলাদেশিকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

চির নতুনের বার্তা নিয়ে আমাদের জীবনে বেজে উঠে বৈশাখের আগমনি গান। ফসলি সন হিসেবে মোঘল আমলে যে বর্ষগণনার সূচনা হয়েছিল, সময়ের পরিক্রমায় তা আজ সমগ্র বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক স্মারক উৎসবে পরিণত হয়েছে। বাঙালি জাতির অসাম্প্রদায়িক চেতনায় চিড় ধরাতে ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানি সামরিক সরকার বাংলা নববর্ষউদযাপনসহ সকল গণমুখী সংস্কৃতির অনুশীলন সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। সরকারের এই নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ধর্মীয় ও গোষ্ঠীগত ভেদাভেদ ভুলে নববর্ষ উদযাপনে এক কাতারে শামিল হন। স্বাধীন বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের উদ্যোগে আয়োজিত বৈশাখী মঙ্গল শোভাযাত্রা বাঙালির এই মহামিলনে নতুন মাত্রা যুক্ত করে। মঙ্গল শোভাযাত্রা মানবসভ্যতার প্রতিনিধিত্বশীল সংস্কৃতি হিসেবে আজ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। ২০১৬ সালে জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা ইউনেস্কো মঙ্গল শোভাযাত্রাকে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ 'Intangible Cultural Heritage'-এর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। এ স্বীকৃতি আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার পাশাপাশি জাতি হিসেবে আমাদের অসাম্প্রদায়িক অবস্থানকে আরো সমুন্নত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমাদের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, কৃষি, ব্যবসা, পার্বণসহ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বাংলা সনের ব্যবহার ওতপ্রোততভাবে জড়িয়ে আছে। বাঙালির জীবনে বাংলা নববর্ষের আবেদন তাই চিরন্তন ও সর্বজনীন। এ বছর এমন একটা সময়ে আমরা বাংলা নববর্ষের দিনটি অতিবাহিত করছি যখন বাংলাদেশসহ সারাবিশ্ব নভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে বিপর্যস্ত। তাই এখন আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হচ্ছে দেশ ও দেশের জনগণকে করোনার ছোবল থেকে রক্ষা করা। সরকার করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। একই সাথে দেশের সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদের সকলের মাস্কসহ ব্যক্তিগত সুরক্ষাসামগ্রী ব্যবহার করা ও স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি। আমি দেশবাসীর প্রতি আতঙ্কিত না হয়ে সচেতন হয়ে করোনা মোকাবিলার আহ্বান জানাচ্ছি।

অতীতের সব গ্লানি ও বিভেদ ভুলে বাংলা নববর্ষ জাতীয় জীবনে সর্বক্ষেত্রে আমাদের ঐক্যকে আরো সুসংহত করবে। সকল অশুভ ও অসুন্দরের উপর সত্য ও সুন্দরের জয় হোক। ফেলে আসা বছরের সব শোক-দুঃখ-জরা দূর হোক, নতুন বছর নিয়ে আসুক সুখ ও সমৃদ্ধি- এ প্রত্যাশা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/কামাল/জসীম/সুবর্ণা/আসমা/২০২১/১২৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ